তারিখ ... 29 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

রাজধানীর আড়াইশ' স্কুল পাঠদানের অনুপযুক্ত

রাকিব উদ্দিন

কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা ও উদাসীনতায় পাঠদানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে রাজধানীর প্রায় আড়াইশ' সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বেদখল, বিদ্যালয় গেটের সামনে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান বসানো, মাদকসেবীদের আড্ডা বসাসহ নানা অব্যবস্থাপনায় ঝুঁকির মুখে পড়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ভবন ও অবকাঠামোও দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে না। এছাড়াও পরিচ্ছন্নকর্মী না থাকায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার কমপক্ষে ২০টি বিদ্যালয় ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।

এ অবস্থায় রাজধানীর সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু এ কার্যক্রমও এখন ঢিমেতালে এগুচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) তথ্যানুযায়ী ঢাকা শহরের ৯০টি ওয়ার্ডে মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৪১টি। এর মধ্যে ২০৪টি বিদ্যালয় পুরনো এবং ১৩৭টি সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়। পুরনো অর্থাৎ ২০৪টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশের অবকাঠামোগত অবস্থা খুবই নাজুক। জাতীয়করণ হওয়া প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকের অবকাঠামো অবস্থা আরও খারাপ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উদাসীনতায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান কার্যক্রম চলছে একেবারেই ঢিমেতালে। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, নেই স্কুল সহকারীর পদ। জবাবদিহিতা না থাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইচ্ছেমতো স্কুলে আসছেন, যাচ্ছেন। শিশুরা নামকাওয়াস্তে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে খেলাধুলা করে বাসায় ফিরে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নেও মনোযোগ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। পাঠদান কার্যক্রমের নেই কোন তদারকি।

কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা ও উদাসীনতায় এ অবস্থা

পুরনো ২০৪টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশের অবকাঠামো নাজুক

ঝুঁকির মুখে প্রাথমিক শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম

এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) শাহিন আরা বেগম সংবাদকে বলেন, 'স্কুলগুলোর সংস্কার ও মেরামতের জন্য এলজিইডিতে (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর) একটি তালিকা পাঠানো হয়েছে। আর ঢাকার কোন স্কুল ভূমিদস্যুদের দখলে নেই। সূত্রাপুরে একটি স্কুলের কিছু স্থাপনা বেদখলে রয়েছে, সেটা ডিমলিশনের (গুঁড়িয়ে দেয়া) জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে দুটি থানার শিক্ষা কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ভবন সংস্কার হচ্ছে না। বারবার চাহিদাপত্র দিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বেশি তদবির করতে গেলে উল্টো শাস্তিমূলক বদলির হুমকি দেয়া হয় ডিপিই থেকে।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক সংবাদকে জানায়, পাড়া মহল্লায় বাণিজ্যনির্ভর স্কুল বাড়তে থাকায় হুমকির মুখে পড়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের ভবনগুলোর সংস্কার না হওয়ায় শিশুদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না, অভিভাবকরাও নোংরা ও আবর্জনাময় বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের পাঠাতে চাই না। মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের সন্তানরা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না। কেবল নিম্নবিত্ত, দিনমজুর, শ্রমজীবী ও বস্তিবাসীর পরিবারের সন্তানরাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। সব শ্রেণীর শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আকৃষ্ট করার কোন পরিকল্পনাও নেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, রাজধানীর পুরনো ২০৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

রাজধানীর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রাজধানীর : আড়াইশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা থাকলেও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নেই। অযত্ন-অবহেলা ও সংস্কারের অভাবে বেশকিছু স্কুলের ভবন খসে পড়ছে। ভূমিদস্যুদের আগ্রাসনের শিকার ১৭টি বিদ্যালয়। অনেক স্কুলে রাতে বসে স্থানীয় সন্ত্রাসী-বখাটে ও নেশাখোরদের আড্ডা। চলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ। আবার স্থানীয় বিভিন্ন কাঁচাবাজারের সামনের স্কুলগুলোতে রাতে জবাইয়ের অপেক্ষায় রাখা গরু, মহিষ, ছাগল ও হাঁস-মুরগি রাখে প্রভাবশালীরা। এ নিয়ে চলে নানা রকম অবৈধ বাণিজ্য ও চাঁদাবাজী।

খিলগাঁও রেলগেট সংলগ্ন 'খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' ভবনে রাতে রাখা হয় বাজারের বিভিন্ন নিত্যপণ্য, কাঁচামাল, পশু ও হাঁস-মুরগি। স্কুল ভবনে প্রবেশের দুটি গেটের প্রধান গেটই স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন অবৈধভাবে বসা ব্যবসায়ীরা। দ্বিতীয় রাস্তাটির দু'পাশেও নিয়মিত বসে কাঁচাবাজার। দেখার যেন কেউ নেই। ময়লার উৎকট গন্ধে মুখে রুমাল দিয়ে স্কুলে প্রবেশ করেন শিক্ষকরা।

এ বিদ্যালয়ের বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'আমি সম্প্রতি খিলগাঁও রেলগেট সংলগ্ন স্কুলে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে কাঁচাবাজার উচ্ছেদ করা হয়েছে।' গতকালও এই স্কুলের সামনে কাঁচাবাজার ও ময়লার বিশাল ট্যাংক দেখা গেছে।

পূর্ব বাসাবোর 'এসআরএ সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে' সন্ধ্যার পর নিয়মিত গাঁজার আসর জমায় স্থানীয় সন্ত্রাসীরা। স্কুলের সামনে রাখা হয়েছে ময়লা রাখার ডাস্টবিন। এর উৎকট গন্ধে স্কুলের শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীদের নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। দূষিত পরিবেশে স্কুলে যাতায়াত করে শিশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য মতে, রাজধানীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় মোট ১২টি থানা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে। থানাগুলোর মধ্যে লালবাগ, সেনানিবাস, মোহাম্মদপুর, ডেমরা, তেজগাঁও, রমনা, গুলশান, মতিঝিল, সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, মিরপুর এবং ধানমন্ডি থানা শিক্ষা অফিস।